একটি স্বপ্নের মৃত্যু; প্রবাসে হৃদরোগে মারা গেলেন মুকুল

দিনমজুর বাবা মুকুল হোসেনের স্বপ্ন ছিল দুই ছেলেকে মানুষ করবেন, লেখাপড়া শিখিয়ে গড়ে তুলবেন ভবিষ্যৎ। তাই জীবনের কষ্ট ভুলে চার-পাঁচ বছরের জন্য পাড়ি জমিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন আজ ছিন্ন-ভিন্ন।

গত ১১ মে, সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে হঠাৎ হৃদরোগে মৃত্যু হয় গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়ার মৃত আরমান আলীর ছেলে মুকুল হোসেনের। মাত্র দুই মাস আগে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি পাড়ি দিয়েছিলেন প্রবাস জীবনে। কিন্তু ভাগ্য দিল না স্বপ্ন পূরণের সে সময়।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তার মরদেহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিজ গ্রাম গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়ায় পৌছালে বিকালে নিজ গ্রামের কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয় এই প্রবাসীর মরদেহ।

দিনমজুর মুকুল হোসেনের (৪২) স্বপ্ন ছিল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন। তাই অর্থের টানে পাড়ি জমিয়েছিলেন সৌদি আরব। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি পাড়ি দেন দাম্মামে। সেখানে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে গাড়ি ধোয়ার শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরিবার জানায়, কঠোর পরিশ্রম করলেও আশাবাদী ছিলেন একটু টাকা-পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরে একটি ছোট ব্যবসা করবেন। কিন্তু ভাগ্য যেন তার সেই স্বপ্ন পূরণ করতে দিল না।

সৌদি যাবার মাত্র দুই মাস পর, গত ১১ মে হঠাৎ হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন মুকুল হোসেন। কিন্তু এই মৃত্যু শুধু মুকুল হোসেনের না, ভেঙে পড়া এক পরিবারেরও।

মুকুলের মরদেহ দেশে পৌঁছায় মৃত্যুর প্রায় ৪০ দিন পর। গতকাল মঙ্গলবার সকালে যখন গ্রামের বাড়িতে যখন লাশ পৌঁছে, তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

স্ত্রী কাজল রেখা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “ছেলে দুইটার জন্যই উনি গেছেন। কিছুদিন কামাই করে ফিরে আসবেন বলছিলেন। আজ লাশ হয়ে ফিরলেন আমার মানুষটা”।

মৃত্যুর প্রায় ৪০ দিন পর মুকুল হোসেনের মরদেহ দেশে পৌঁছে। স্বজনদের চোখে তখন শুধু কান্না আর অনন্ত অপেক্ষার পরিসমাপ্তি। মুকুল হোসেনের বড় ভাই আরিফুল ইসলাম বলেন, “প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবার আমরাই দ্রুত মরদেহ হাতে পেয়েছি। সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। তবে, এত দীর্ঘ সময় লাগলো, এই কষ্ট কোনো পরিবারের কাম্য নয়।”

প্রবাসে কর্মরত হাজারো শ্রমিকের মতোই মুকুল হোসেনও ছিলেন একজন স্বপ্নবাজ বাবা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন থেমে গেছে এক পরিবারের ভরসা, তেমনি প্রশ্ন উঠেছে প্রবাসে কর্মজীবী শ্রমিকদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও দ্রুত মরদেহ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা আরও দ্রুততর করা যায় কিনা।

তামিম আর হামিম এখনো জানে না, তাদের বাবা আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। রেখে গেলেন শুধু এক বুক স্বপ্ন, ভাঙা একটি ভবিষ্যৎ আর স্ত্রীর চোখের শুকিয়ে না যাওয়া জল।

মেহেরপুরে গরু-সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-যুগিন্দা রোডে গরু ও সবজি ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা চালিয়ে ডাকাতি করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় তারা। ব্যবসায়ীদের কয়েকজনকে মারধরও করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার (১ জুলাই) রাত দশটার সময়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাংনী বাজার থেকে ব্যবসা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েকজন গরু ও সবজি ব্যবসায়ী। পথে পোড়াপাড়া-যুগিন্দা সড়কের নির্জন এলাকায় ওৎ পেতে থাকা ডাকাত দল তাদের গতিরোধ করে। প্রথমে দুটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, পরে

ব্যবসায়ীদের মারধর ও লুটপাট চালায়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, “ঘটনার তদন্ত চলছে। দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

মেহেরপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ, সার ও গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের খরিফ-২ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ, রাসায়নিক সার এবং চারা বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিব উদ্দিন এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাকারিয়া পারভেজ প্রমুখ।

উপজেলা কৃষি অফিস থেকে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলায় মোট ১ হাজার ৬৮০ জনকে ৫ কেজি করে বীজ, ১০ কেজি করে ডিএফপি সার, ১০ কেজি করে এম ও পি সার, ১ হাজার ৫০ টি নারকেলের চারা, ২৫০ জনকে আমের চারা, ২ হাজার ৫শ জনকে নিম, বেল, জাম, কাঁঠালের চারা, ১ হাজার কলাচাষীর মধ্যে ১০ কেজি ইউরিয়া সার, ২০ কেজি করে ডিএপি, ১০ কেজি করে এম ও পি, ১০ কেজি জিং সালফেট, ১ কেজি করে, ১ কেজি করে বোরন

সার, ১২ কেজি বালাই নাশক এবং ৫শ জনকে সারসহ তালের চারা বিতরন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র রিটন ঢাকা থেকে গ্রেফতার

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনকে ঢাকার দিয়াবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তবে তাকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রিটনের পারিবারিক সূত্র গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাহফুজুর রহমানের রিচনের শ্যালক আরিফুর রহমান জানান, সাবেক মেয়রকে রাতে ঢাকার ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে কোন মামলায় গ্রেফতার করেছে আমরা জানিনা। আজ দুপুর পর্যন্ত তাঁকে আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে কিনাও পরিবার জানেনা।

এদিকে, মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো: জামিনুর রহমান খান বলেন, আমাদের কাছে সাবেক মেয়রের গ্রেফতার কোন কাগজপত্র আসেনি।

মাছ শুধু পাতে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে, কবিতায়, উপকথায়

নদীর দেশ, জল-জঙ্গলের কোল ঘেঁষা এক সবুজ ভূখণ্ড তারই নাম বাংলা। আর এই বাংলার হৃদয়জুড়ে যে দুটি শব্দ যুগ যুগ ধরে স্পন্দিত হয়েছে, তা হলো মাছ ও ভাত। “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু একটি প্রবাদ নয়; এটি

পারিবারিক গল্প, ভালবাসা আর গ্রামীণ জীবনের নিঃশব্দ ছন্দ। তবে “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু খাদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও সাহিত্য। বাঙালির বিয়ে-শাদিতে, উৎসব-অনুষ্ঠানে মাছের উপস্থিতি যেন বাধ্যতামূলক। নববধূর বাড়িতে মাছ পাঠানো, অতিথি আপ্যায়নে মাছের কদর, এমনকি পূজার ভোগেও মাছের উল্লেখ, এসবই এই সংস্কৃতির অংশ।

উৎসব-অনুষ্ঠান মানেই বাঙালির রান্নাঘরে মাছের উল্লাস। বিয়ের পদে বড় রুই মাছ যেন নবদম্পতির সুসম্পর্কের প্রতীক। পয়লা বৈশাখে ইলিশ ভাত যেন নতুন বছরের প্রতিশ্রুতি। এমনকি “মাছে-ভাতে মেয়ে” বলেই প্রশংসা করা হয় সহজ সরল, গৃহস্থালি জীবন ভালোবাসা মেয়ের।

বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকা বাঙালিও স্বপ্ন দেখে- এক প্লেট গরম ভাত, তার পাশে ঝালঝোল মাছের গন্ধ। যেন বিদেশের ধোঁয়াটে ব্যস্ত জীবনে একটু ‘বাংলা’র স্পর্শ।

আজকের জগত বদলেছে। চিপস, পিজ্জা, বার্গার এসেছে বাজারে। কিন্তু বাঙালির আত্মা আজও খুঁজে ফেরে সেই কাঁশবনের পাশে মাটির বাড়ি, ধানখেতের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, আর দুপুরবেলার সেই গরম ভাতের ধোঁয়া।

যদিও আধুনিক জীবনযাত্রা ও নগরায়ণের ফলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, তবুও মনের গভীরে মাছ-ভাতের প্রতি টান আজও অমলিন। প্রবাসে থাকা বাঙালিরাও মাছে ভাতে ফিরে যেতে চায়, খোঁজে একটুকরো ‘বাংলা’র স্বাদ।

সবশেষে বলা যায়, “মাছে ভাতে বাঙালি” শুধু একটি প্রবাদ নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ও ভালোবাসার প্রতীক। যতই সময় এগিয়ে যাক, মাছ আর ভাত থাকবে চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে, রসনায় ও ইতিহাসে। কারণ “মাছে ভাতে বাঙালি” এই একটি বাক্য যেন এক কবিতা, এক ছবি, এক জীবন। এতে আছে বাংলার আবহমান সংস্কৃতি, স্মৃতি, সুগন্ধ আর হৃদয়ছোঁয়া সহজতা। যতদিন বাংলা থাকবে, ততদিন বাঙালি তার ভাত-মাছকে ভালোবেসে যাবে- মা যেমন তার সন্তানের মুখে প্রথম গ্রাস তুলে দেন, তেমনি। এ এক প্রেম, যা কেবল পেটে নয়, প্রাণে বাজে।

[redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

“তুমিও পারো!”

প্রথম কোচ রাজন হালদার লিটনের স্মৃতিতে এখনো ভাসে সেই শুরুর দিনগুলো। তিনি বলেন, “আমি যখন মুনজুরকে প্রথম দেখি, তখনই বুঝেছিলাম এই ছেলেটা একদিন কিছু করে দেখাবে। আমি শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত তার ওপর গর্ব করি।”

বর্তমান কোচ হাবিব পারভেজ বলেন, “কোনো সন্দেহ ছাড়াই মুনজুর আলম বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ফাইটার। বাংলাদেশ এখন তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতে পারে। আমরা আশা করি, তাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে পাব।”

মুনজুরের মা বলেন, “আমি অনেক খুশি আমার ছেলের এমন অর্জনের জন্য। তবে কখনো ভাবিনি, আমার ছেলেটা একদিন দেশের নাম উঁচু করবে। ছোটবেলায় পড়ালেখা না করে সারাদিন শুধু ঝাঁপাঝাঁপি করত। তখন বুঝিনি, ওর ভেতরে লুকিয়ে আছে এত বড় প্রতিভা। সকলে আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন, যেন আরও বড় হতে পারে।”

বন্ধু ও সহযোদ্ধা হুসাইন কবির বলেন, “সে এখন বাংলাদেশের সেরা ফাইটার, এবং আমি বিশ্বাস করি, সে-ই হবে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আমাদের দেশ থেকে। সে শুধু আমার বন্ধু নয়, সে আমার অনুপ্রেরণা।”

ফুফু নারগিস আক্তার বলেন, “ছোটবেলা থেকেই মার্শাল আর্টে ভীষণ আগ্রহী ছিল মুনজুর। আমি বুঝেছিলাম, এই ছেলে একদিন অনেক দূর যাবে। আজ সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে এটা ভাবলেই চোখে পানি চলে আসে।”

দুই প্রজন্মের দুই কোচ, মা, ফুফু ও বন্ধুর মুখে উচ্চারিত একটিই নাম মুনজুর আলম। দেশের গর্ব হয়ে ওঠা এই তরুণের গল্প শুধু ক্রীড়ার নয়, এটা স্বপ্ন দেখা এবং তা অর্জনের এক অনন্য উদাহরণ।

মেহেরপুরে স্ত্রী হত্যা মামলায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হয়।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এলাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা জাফর আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ তল্লাশি করা হয়। এসময় বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে সন্দেহভাজন হিসেবে জাফর আলীকে আটক করে গাংনী সেনাক্যাম্পে নেয়া হয় এবং পিস্তলের প্রকৃত মালিকানা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও তিনটি ককটেলসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

পরে রাতে জাফর আলীর বড় ভাইয়ের মুচলেকায় পুলিশ তাকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়।

প্রসঙ্গত: গত ২৭ জুন মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইনে এবং ২৮ জুন ছাপা পত্রিকায় সেনাবাহিনীর নির্দেশে জাফর আলীকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে সংবাদ প্রকাশ হয়। অথচ তাকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে সেনাবাহিনীর কোন নির্দেশনা ছিলনা। যা ভুলবোঝাবুঝির একটা অংশ ছিলো।

মেহেরপুরে ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত

মেহেরপুরে ধর্ষণ মামলায় স্বপন আলী নামে এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ তহিদুল ইসলাম এ আদেশ দেন। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

দণ্ডিত মোঃ স্বপন আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর

কেলাপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, মোবাইল ফোনে পরিচয়ের সূত্র ধরে পার্শ্ববর্তী জেলার নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মাদ্রাসাছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন স্বপন আলী। সম্পর্কের সূত্রে ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামের নির্মাণাধীন দুইতলা ভবনে বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে পালিয়ে যান।

পরে মেয়েটির বাবা গাংনী থানায় স্বপন আলীকে আসামি করে একটি ধর্ষণ মামলা করেন। মামলায় প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মিন্টু মিয়া অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আদালত স্বপন আলীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামিপক্ষে ছিলেন আতাউর রহমান পিন্টু।

মেহেরপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে সদর উপজেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার।

সভাপতির বক্তব্যে মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, আমরা সবাই মিলে মেহেরপুরকে তামাকমুক্ত করতে চাই। তামাক এমন একটি পণ্য যাতে আসক্ত হলে মানব শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত হতে পারে। একটি তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অংশগ্রহণকারীরা আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগে ভূমিকা রাখবেন।

প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিছুর রহমান, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার শামিম রেজা এবং আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর, শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, ছাত্র প্রতিনিধি তামিম ইসলাম, ক্যাব-এর সভাপতি রফিক-উল-আলম এবং সুবাহ সামাজিক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের কার্যকর প্রয়োগে সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নানা দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।